



104077 - যার ওপর কছি মানতের রোযা আছে সে কসি রোযাগুলো রমযানরে রোযার সাথে রাখতে পারবে?

প্রশ্ন

আমার ওপর কছি মানতের রোযা আছে। সে রোযাগুলো কি আমিরমযানরে রোযার সাথে রাখা জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

কোন ইবাদত বা নকে আমল করার মানত করলে সটো পূরণ করা ওয়াজবি। যমেন— কটে একদনি বা দুইদনি রোযা রাখার মানত করল। দললি হচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন আনুগত্য করার মানত করল তাকে ঐ আনুগত্য পালন করতে হবে।"[সহি বুখারী (৬৩১৮)]

এ মানতকে যদি বিশিষে কোন সময়ে পালন করার জন্য নরিদষ্টি করা হয় তাহলে সে সময় মানত পালন করাই ওয়াজবি। যমেন যে ব্যক্তি মাসরে প্রথম তনিদনি রোযা রাখার মানত করছে। আর যদি কোন সময় নরিদষ্টি করা না হয় তাহলে এমন মানতের রোযা যে কোন সময় পালন করা জায়যে। তবে রমযান মাস, ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দুই দনি এবং তাশরকিরে দনিগুলো ব্যতীত।

রমযান মাসে মানতের রোযা রাখা যাবে না; যহেতে এ সময় ফরয রোযা রাখার সময়। সুতরাং এ সময়ে অন্য কোন রোযা পালন করা শুদ্ধ হবে না। আর দুই ঈদরে দনি ও তাশরকিরে দনিগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে যহেতে নষিধোজ্জা এসছে। যিয়াদ বনি জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলনে: আমি ইবনে উমর (রাঃ) এর সাথে ছলাম। এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল। বলল যে, আমি মানত করছে যতদনি আমি বাঁচি আমি মঙ্গলবারে কিংবা বুধবারে রোযা রাখব। এখন এ দনিটি কোরবানরি ঈদরে দনি পড়ছে। ইবনে উমর বলনে: "আল্লাহ আমাদরেকে মানত পূরণ করার নরিদশে দয়িছনে; অন্যদকি আমাদরেকে কোরবানরি দনি রোযা রাখতে নষিধে করা হয়ছে। লোকটি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করল। তনিও পুনরায় একই জবাব দলিনে। কোন কথা বাড়ালনে না।"[সহি বুখারী (৬২১২)]

হাফযে ইবনে হাজার বলনে: "ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দনি নফল রোযা কিংবা মানতের রোযা রাখা যাবে না মরম্বে ইজমা সংঘটিত হয়ছে।"[সমাপ্ত]

আয়শো (রাঃ) থেকে এবং সালমে এর সূত্রে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তারা উভয়ে বলনে: "তাশরকিরে



দনিগুলতোতে কাউকে রোযা রাখার ব্যাপারে ছাড় দয়ো হয়নি; শুধু যবে ব্যক্তিহাদরি পশুর ব্যবস্থা করতে পারনিসি ব্যক্তি ব্যতীত"।[সহি বুখারী (১৯৯৮)]

আলমেগণ এই মর্মে সাবধান করছেন যে, রমযান মাসে অন্য কোন রোযা রাখা শুদ্ধ নয়:

ইমাম নববী তাঁর আল-মাজমু গ্রন্থে (৬/৩১৫) বলেন: "ইমাম শাফয়েি ও মাযহাবরে অন্যান্য আলমেগণ বলেন: রমযান মাস রমযানরে রোযা রাখার জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং রমযান মাসে অন্য কোন রোযা রাখা সঠিক নয়। তাই কোন গৃহে অবস্থানকারী (মুকীম) ব্যক্তি কিংবা মুসাফির কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি যদি এ মাসে কাফ্ফারার রোযা, মানতরে রোযা, কাযা রোযা কিংবা নফল রোযা রাখেন কিংবা সাধারণ নিয়তে রোযা রাখেন তাহলে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে না এবং তার রোযাও শুদ্ধ হবে না। যবে নিয়তে রোযা রেখেছে সে নিয়তেও শুদ্ধ হবে না এবং রমযানরে রোযা হিসেবেও শুদ্ধ হবে না।"[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেন: মুসাফির ব্যক্তি রমযান মাসে রমযানরে রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযা রাখতে পারবে না; যমেন—মানতরে রোযা, কাযা রোযা। কেননা রোযা না-রাখা জায়যে করা হয়েছে ছাড় স্বরূপ ও সহজ করণার্থে। কটে যদি সহজীকরণ গ্রহণ করতে না চায়; তাহলে তার উপর অনবির্ষ মূল বধিান বাস্তবায়ন করা। তাই কটে যদি রমযান ছাড়া অন্য কোন রোযার নিয়ত না করে তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে না। না রমযানরে রোযা হিসেবে; আর না যবে রোযার নিয়ত করেছে সে রোযা হিসেবে। এটাই মাযহাবরে সঠিক অভিমত এবং এটাই অধিকাংশ আলমেরে অভিমত।"[সমাপ্ত]

তনি আরও (১৩/৬৪৫) বলেন:

"যদি কটে বলে: আল্লাহর জন্য একমাস রোযা রাখা আমার ওপর আবশ্যিক। এরপর সে রমযান মাসে সিয়াম সাধন দ্বারা মানতরে রোযা রাখা ও রমযানরে রোযা পালন উভয়টার নিয়ত করে তাহলে সেটো জায়যে হবে না। যমেনভিবে কটে যদি দুই রাকাত নামায পড়ার মানত করে; তখন সে ফজররে নামায আদায় করার দ্বারা মানতরে নামায ও ফজররে নামায উভয়টা আদায় হয় না।[সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "যবে ব্যক্তি রোযা রাখার মানত করেছে; সে যদি এ মানতকে কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে তাহলে শর্ত পূরণ হওয়ার সময় থেকে তার ওপর ওয়াজবি মানত পূরণ করা এবং বলিম্ব না করা। এর উদাহরণ হচ্ছে: যদি আল্লাহ এ রোগ থেকে আমাকে আরোগ্য দান করেন তাহলে আমার ওপর তনিদনি মানত রোযা রাখা আবশ্যিক। ফলে সে ব্যক্তি যদি রোগ মুক্ত হয় তাহলে তার ওপর আবশ্যিক অবলিম্ববে রোযা পালন করা এবং দরৌ না করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "তাদের মধ্যে কেছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে বলছিলি, 'তনি যদি স্বীয় অনুগ্রহ থেকে আমাদরেকে দান করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ছদকা দবে এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদেরে অন্তর্ভুক্ত হব'। অতঃপর যখন তনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে দান করলেন তখন তারা তা নিয়্যে কার্পণ্য করল এবং (নজিদেরে অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফরিয়্যে চলে গলে।"[সূরা তাওবা, ৭৫-৭৬]



আর যবে মানত কোন শর্তের সাথে সম্পূর্ণ নয়; বরং কোন ব্যক্তি নিজেকে রোযা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলল যবে: 'আল্লাহর জন্য আমার ওপর তিনদিন রোযা রাখা আবশ্যিক'; কোন কারণ ছাড়া। এ ব্যক্তিরও এ আমলটি অবলম্বনে আদায় করা ওয়াজবি। তবে, প্রথম ব্যক্তির মত নয়। যদি রমযান এসে যায় কিন্তু সে তখনও মানতের রোযা রাখেনি, সেক্ষেত্রে সবাই জানেন যবে, সে রমযানের রোযা রাখা শুরু করবে। রমযান শেষ হওয়ার পর মানতের রোযা রাখবে। যদি সে রমযান মাসে মানতের রোযা রাখে তাহলে তার মানতের রোযাও শুদ্ধ হবে না এবং রমযানের রোযা হিসেবেও শুদ্ধ হবে না। কোন ব্যক্তির ওপর যদি মানতের তিনটি রোযা থাকে এবং সে রমযান মাসের তিনদিন মানতের রোযা রাখে। তার ওপর কি আবশ্যিক? এ রোযা তার মানতের রোযা হিসেবেও কাজে আসবে না এবং রমযানের রোযা হিসেবেও আদায় হবে না। মানতের রোযা হিসেবে কাজে না আসার কারণ হল রমযান মাসের সময় শুধুমাত্র রমযানের রোযা রাখার মত সংকীর্ণ; তাই এ সময়ে অন্য কোন রোযা রাখা শুদ্ধ হবে না। আর রমযানের রোযা হিসেবে আদায় না হওয়ার কারণ হল যেহেতু সে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার নয়িত করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমলসমূহ নয়িত অনুযায়ী বিবেচিত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা নয়িত করেছে সেটাই তার প্রাপ্য"। [আল-লিকা আস-শাহরি (৪/৫২) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা: রমযান মাস ফরয রোযা পালন করার জন্য খাসভাবে নির্দিষ্ট। এ মাসে অন্য কোন রোযা রাখা জায়যে নয়; না নফল রোযা, আর না কোন মানতের রোযা; না মুকীম ব্যক্তির জন্য, আর না মুসাফির ব্যক্তির জন্য। অনুরূপভাবে এ মাসের রোযার ক্ষেত্রে একাধিক নয়িত একত্রিত হওয়াও জায়যে নয়। অর্থাৎ কটে ফরয রোযা ও মানতের রোযার একসাথে নয়িত করা। কোননা এ দুটো আলাদা দুটো অভীষ্ট ইবাদত। তাই এক নয়িতে দুটো আমল করা যাবে না।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হল: আপনার জন্য রমযানের রোযার সাথে মানতের রোযা পালন করা জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।